দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

059

'বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মঞ্জুরীপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবে'

শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় বলেন, বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এসব ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ রহিয়াছে। বাসস-এর সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বন্যার্ত গৃহহীন, আশ্রয়হীন ও দুঃস্থদের জন্য ত্রাণ শিবির, ফিডিং সেন্টার ও আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থানে বন্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুতর অবনতির কারণে ক্লাস আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন,

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(৩য় পৃঃ পর)

বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যথার্থ ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চলতি অর্থ বছরে মঞ্জুরীপ্রাপ্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাইবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বন্যাদুর্গত পরিবারসমূহের জন্য একমাত্র ঢাকা মহানগরীতেই প্রায় তিনশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ত্রাণশিবির বা আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। অনেক স্থানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ দুর্গতদের সেবা করিতেছেন। তিনি বলেন, একমাত্র ঢাকা নগরীতেই আমাদের প্রায় ৫ শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'যেখানেই বন্যা সেখানেই প্রেসিডেন্ট, সেখানেই তাঁহার মন্ত্রীবৃন্দ এবং সিনিয়র কর্মকর্তাগণ। আমরা জনগণের দুঃসময়ে তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছি। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাভাবিক উন্নয়ন কাজের পাশাপাশি প্রয়োজনমত মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজ করানো হইবে।